দৈনিক ইত্তেফাক

10 NOV 2008

মসজিদে শিশু শিক্ষার ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত

মসজিদ ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রমের পল্লবী কেন্দ্রে চলছে পাঠদান

প্রতিবেদন

৩ বছরের ফুটফুটে মিষ্টি মেয়ে সামিহা। সে নিজে তালিকাভুক্ত না হলেও বড়বোনের সাথে প্রতিদিন সকালে পড়তে আসে মসজিদে। সবার সাথে সেও কণ্ঠ মিলিয়ে শেখে বর্ণমালা।

ধর্ম মন্ত্রণালয়ের অধীনে ইসলামিক ফাউন্ডেশন পরিচালিত মসজিদ ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রমের পল্লবী কেন্দ্রে সামিহার মত শিশুদের শিক্ষা গ্রহণের কৌশল ও আগ্রহ দেখে মুগ্ধ হতে হয়। ১৯৯২ সাল থেকে শুরু করে চারটি পর্যায়ে এই প্রকল্পটি সফলভাবে চলে আসছে। আমাদের দেশে বিশেষ করে গ্রামগুলোতে এক সময় মক্তব ভিত্তিক এক ধরনের শিক্ষার প্রচলন ছিল। যাতে শিশুদের প্রাক-প্রাইমারীসহ দৈনন্দিন জীবনের নানান শিক্ষণীয় দিকগুলো শেখানো হত। পরবর্তীকালে ধীরে ধীরে সেগুলো হারিয়ে যায়। মক্তবভিত্তিক এই শিক্ষাকে চালু করার উদেশ্যে ও ২০১৫ সালের মধ্যে সবার জন্য প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার যে লক্ষ্যমাত্রা জাতিসংঘে ঘোষণা করেছে তা অর্জনের জন্য ১৯৯১-৯২ অর্থ বছরে চালু হয় প্রকল্পটি।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন সূত্রে জানা যায়, রাজধানীতে এই প্রকল্পের আওতায় পরিচালিত কেন্দ্র আছে প্রায় তিন শতাধিক। এসব কেন্দ্রে শিক্ষা নিচ্ছে প্রায় সহস্রাধিক শিশু। সারা দেশে এই প্রকল্পের মাধ্যমে প্রায় ১৬ লাখ শিশু শিক্ষার্থী প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা পেয়েছে। এ প্রকল্পে কর্মরত শিক্ষকরা জানান, আমাদের দেশে সাধারণত দেখা যায় শিশুদের প্রাইমারী স্কুলে যাওয়ার ক্ষেত্রে এক ধরনের ভীতি কাজ করে। মসজিদ ভিত্তিক শিক্ষার ক্ষেত্রে মসজিদের ইমাম অথবা মোয়াজ্জিনরা বাড়ি থেকে শিশুদের বুঝিয়ে মসজিদে নিয়ে আসে তারপর আদর করে বিভিন্ন কৌশলে শিক্ষাদান করে থাকে।

সরেজমিনে পল্লবী কেন্দ্র পরিদর্শন করে দেখা গেল, এই প্রকল্পের শিক্ষাদানের পদ্ধতিও কিছুটা ব্যতিক্রমধর্মী। সাধারণত অ তে অজগর এমনটি সাধারণ আদর্শলিপিতে লেখা থাকলেও মসজিদ ভিত্তিক শিশু শিক্ষার বইয়ে লেখা অ তে অজু। এ প্রসঙ্গে প্রকল্পে কর্মরত মজনুর রহমান জন বলেন, কোমলমতি একটি শিশুকে প্রথমেই অজগরের মত ভয়েকর একটি জন্তুর কথা না শিখিয়ে অজুর কথা বলাটা অনেক শ্রেয়। মসজিদ ভিত্তিক পরিচালিত এসব কেন্দ্রের শিক্ষক হলেন ইমাম অথবা মোয়াজ্জিন এবং শিক্ষার্থীরা অধিকাংশই নিম্নবিত্ত পরিবারের।

পঙ্গু হাসপাতাল জামে মসজিদ কেন্দ্রের শিক্ষক ক্বারী মাওলানা হাফিজুর রহমান বলেন, নিম্নবিত্ত পরিবারের শিশুরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অসুস্থ পরিবেশে বড় হয়। এতে ঐ সমস্ত শিশুদের মানবিক ভাল দিকগুলো শেখার কোন সুযোগ থাকে না। এসব শিশুদের জন্য মসজিদভিত্তিক এই স্কুলগুলো একটি আদর্শ জায়গা। যেখানে পড়াশুনার পাশাপাশি সামাজিক ও ধর্মীয় আচরণ শেখার সুযোগ রয়েছে। মসজিদ ভিত্তিক প্রাক প্রাথমিক এই শিক্ষা প্রকল্পে সাধরণত ৪-৫ বছর বয়সের শিশুদের পড়ানো হয়ে থাকে। এখানে একটি শিশু ভর্তি হবার পর স্বাভাবিকভাবেই পরবর্তীতে সে প্রাইমারী স্কুলে ভর্তি হয়। যে কারণে এই প্রকল্পটি দেশের প্রাইমারি স্কুলগুলোর শিক্ষার্থী সংখ্যা বাড়ানোর ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা রাখছে বলে জানালেন কয়েকজন অভিভাবক।

মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রমের প্রকল্প পরিচালক মোহাম্মদ নূরুল আমিন বলেন, এই প্রকল্পে শিক্ষকেরা অনেক আদর দিয়ে শিক্ষা দেয়ায় শিশুরা আনন্দের সঙ্গে এখানে পড়ে। এসব শিশু নিশ্চিতভাবেই এক সময় ভর্তি হয় প্রাইমারী স্কুলে। তাই দেশের প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তারে বিরাট ভূমিকা রাখছে প্রকল্পটি।

☐ মাহবুবুর রহমান জুয়েল